জমিয়তুল মোদার্রেসিনের খোলা চিঠি

মুনীরুজ্জামান

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিকে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এটা খোলা চিঠির লেখকরাই আমাদের জানিয়েছেন। অতীতে যদি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়ে থাকে তবে এখন করা যাবে না কেন? তারাই উল্লেখ করেছেন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে। তাদের খোলা চিঠিতেই উল্লেখ আছে ১৯৭৬ সালে এই পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন ছিল যুগান্তকারী। তারপর ২৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ২৩ বছরে চিন্তা, চেতনা এবং প্রযুক্তিতে পৃথিবী অগ্রসর হয়েছে এক হাজার বছরের গতিতে। তাহলে এখন মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এটা খোলা চিঠির লেখক বা জমিয়তুল মোদার্রেসীন কোন যুক্তিতে বলছেন?

গত সপ্তাহে দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পাতায় জমিয়তুল মোদার্রেসিনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি ছাপা হয়েছে। নাতিদীর্ঘ এই চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে ছেপেছেন বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদার্রেসিনের পক্ষ সভাপতি আলহাজ মাওলানা এম, এ মান্নান, একজন সহ-সভাপতি, মহাসচিব এবং যুগ্ম সচিব। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা খোলা চিঠিতে 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন-পরিবর্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে' আশংকা করে 'এই (মাদ্রাসা) শিক্ষা ধারায় কোনরূপ পরিবর্তন আনা বা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোনই অবকাশ নেই বলে' অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। খোলা চিঠিতে 'হাজার বছরের ঐতিহ্যধন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা বর্তমানে ঠিক যেরূপ আছে, সেরূপে বহাল রাখা, এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে কোনরূপ ক্ষুণ্ন না করা এবং এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য' সর্বস্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকগণ তাদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদার্রেসিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর আবেদন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদার্রেসিনের পক্ষে সভাপতি আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান গং প্রধানমন্ত্রীর কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিবর্তনীয়তা এবং অপরিবর্ধনের পক্ষে যে ওকালতি করেছেন একটি আধুনিক উন্নয়নকামী বিজ্ঞানমনস্ক জাতির জন্যে তা উদ্বেগের কারণ। মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিবর্তনীয়তার পক্ষে খোলা চিঠিতে কতগুলো অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে এর গুণকীর্তন করা হয়েছে। বিশ শতকের অন্তিম মুহূর্তে একুশ শতকের অভিযাত্রী বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অপরিবর্তনীয় বলার অর্থই হচ্ছে রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়া।

জমিয়তুল মোদার্রেসিনের খোলা চিঠিতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রখ্যাত আলেমউলামা, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদগণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যা আর পরিবর্তনের অবকাশ নেই।' লক্ষণীয় যে, এই উদ্ধৃতিটির প্রথম অংশে বলা হয়েছে বিভিন্ন সময় মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মতের কোন স্থান নেই। জড়, স্থূল এবং কূপমন্ডুকতার সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার কায়কারবার। পরিবর্তনকে, আধুনিকতাকে এবং বিজ্ঞানমনস্কতাকে ভীষণ ভয় করে। কারণ পরিবর্তন, গতিশীলতা এবং বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিক্রিয়াশীলের দুর্গে আঘাত হেনে তাকে চুরমার করে দেয়। সে জন্যেই সবসময় পুরনোর পক্ষে, প্রাচীন বাতিল অচল ধ্যান-ধারণার পক্ষে নিরন্তর প্রচারণা চালিয়ে থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। প্রতিক্রিয়াশীলতার এই চেতনার সঙ্গে মৌলবাদের সখ্যতা চিরদিনের। সেজন্যেই মোদার্রেসিনের খোলা চিঠিতে' মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিবর্তনীয়তার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। যেকোন পরিবর্তন মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে আঘাত করে। সেই স্বার্থ রক্ষার জন্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন না করার নিশ্চয়তা চেয়েছে জমিয়তুল মোদার্রেসিন।

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিকে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এটা খোলা চিঠির লেখকরাই আমাদের জানিয়েছেন। অতীতে যদি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়ে থাকে তবে এখন করা যাবে না কেন? তারাই উল্লেখ করেছেন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে। তাদের খোলা চিঠিতেই উল্লেখ আছে ১৯৭৬ সালে এই পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন ছিল যুগান্তকারী। তারপর ২৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ২৩ বছরে চিন্তা, চেতনা এবং প্রযুক্তিতে পৃথিবী অগ্রসর হয়েছে এক হাজার বছরের গতিতে। তাহলে এখন মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এটা খোলা চিঠির লেখক বা জমিয়তুল মোদার্রেসীন কোন যুক্তিতে বলছেন?

দেখা যাচ্ছে কোন জাতীয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নয়, জমিয়তুল মোদার্রেসিনের একপেশে ও যুক্তিহীন অন্ধ চিন্তার ফসল হচ্ছে 'মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির অপরিবর্তনশীলতার তত্ত্ব। এ থেকে যদি সাধারণ মানুষ ধারণা করেন যে, আসলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনাধুনিক, পশ্চাদপদ, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিমুখ করে রাখলে যাদের স্বার্থ উদ্ধার হবে তারাই এই মতামত দিয়েছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করা যাবে না। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বা মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থেও নয় ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র একটি কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন না করার নিশ্চয়তা চেয়েছে জমিয়তুল মোদার্রেসিন।

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিকে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এটা খোলা চিঠির লেখকরাই আমাদের জানিয়েছেন। অতীতে যদি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়ে থাকে তবে এখন করা যাবে না কেন? তারাই উল্লেখ করেছেন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে। তাদের খোলা চিঠিতেই উল্লেখ আছে ১৯৭৬ সালে এই পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন ছিল যুগান্তকারী। তারপর ২৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ২৩ বছরে চিন্তা, চেতনা এবং প্রযুক্তিতে পৃথিবী অগ্রসর হয়েছে এক হাজার বছরের গতিতে। তাহলে এখন মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এটা খোলা চিঠির লেখক বা জমিয়তুল মোদার্রেসীন কোন যুক্তিতে বলছেন?

জমিয়তুল মোদার্রেসিনের খোলা চিঠিটি আরেকটি বিষয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। খোলা চিঠির এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা আর পরিবর্তনের অবকাশ নেই। বিশেষ করে ১৯৭৬ সালের পর মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খুলে এবং পাঠ্যক্রমে ------ আধুনিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে এমন এক রূপ দেয়া হয়েছে যা ধর্মীয় ও জাগতিক দু'দিকেরই চাহিদা পূরণে সক্ষম।' এখানে যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষায় যদি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ানো হয় তবে আলাদা মাদ্রাসা শিক্ষার কি আদৌ প্রয়োজন রয়েছে? ধর্মীয় চাহিদার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম পালন যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই যে সকলে ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। বাস্তবে এরূপ দেখাও যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা মনে পড়ছে। ঢাকার নিকটবর্তী একটি জেলার এসপি'র কাছে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি নিয়ে আসা একটি অঞ্চলের লোকদের বলেছিলেন, যেখানে পুলিশ আর মাদ্রাসা সেখানেই সবচেয়ে বেশি ক্রাইম হয়। এখন আপনারা ঠিক করেন আরো বেশি ক্রাইম চান, না যে অবস্থা চলছে সেভাবেই থাকতে চান। যদিও খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, 'এই (মাদ্রাসা) শিক্ষা দ্বারা দেশপ্রেমিক, সৎ ও আদর্শ

শিক্ষা
তাও নয়।
রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধার
যদি আধুনিক শিক্ষা
মাদ্রাসা রাখার যে যৌক্তি
নীতি নির্ধারকদের বুঝতে হবে
নীতিনির্ধারণ করতে হবে বলে আমরা ম

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, জামিয়তুল মোদার্রেসিন এই খোলা চিঠিটি লিখেছে কেন? খোলা চিঠিতেই এর জবাব রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা শুনতে পেয়েছেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য তারা উদ্বিগ্ন। তারা নিশ্চয়তা চেয়েছেন যে পরিবর্তন করা হবে না। আসল কথাটি হচ্ছে এখানে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট যেন বাস্তবায়িত না হয়। কেন? কারণ ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে। আর এখানেই আলহাজ মাওলানা মান্নান সাহেবদের যত আপত্তি। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং গণতান্ত্রিক করতে হলে তা অবশ্যই সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অসাম্প্রদায়িকতা হতে হবে এখানকার শিক্ষার প্রধান চেতনা। এখানে মাওলানা সাহেবদের ঘোরতর আপত্তি। সে জন্যেই তাদের টার্গেট ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট।

স্বাধীনতার পর ছাব্বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা যে জাতি হিসেবে এখনো পিছিয়ে আছি, রাষ্ট্র হিসেবে অনুন্নত, গণতন্ত্র যে এখানে বারবার লুণ্ঠিত হয় তার একটি কারণ আমাদের যে সকল জাতীয় ইস্যু আমরা নিষ্পত্তি করতে পারিনি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানমনস্কতার ভ্রূণ অবস্থায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পরিপক্ক অবস্থায় জগাখিচুড়ি আমরা চালিয়ে এসেছি। ২৬ বছরে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার বেশি হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা যতটা প্রসারিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত হয়েছে। বাজেটে শিক্ষার নামে অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা শিক্ষার বরাদ্দ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বরাদ্দের কাছাকাছি থাকা মানেই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সংকোচন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় এক একজন মাদ্রাসা ছাত্রের পেছনে সাধারণ ছাত্রের চেয়ে তিনগুণ বেশি ব্যয় করছে সরকার। কেন? তালেবান সৃষ্টির কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আর